



127259 - জন্ম নরিোধক পলি সবেনের ফলে হায়যে অনয়িমতি

প্রশ্ন

আমার স্বাস্থ্যগত কিছু সমস্যার কারণে আমি জন্ম নরিোধক পলি ব্যবহার করছি। ভুল বশতঃ আমি সবে পলি সবেন করনি। এখন আমার রক্তপাত হচ্ছে। আমি যিে দিনগুলো রক্তপাতের সমস্যায় ভুগি এ দিনগুলোর মধ্যে দুইদিন আমি নামায পড়ি। তদুপরি আমি গুনাহ করছি বলে মনে হয়। এ বিষয়ে সঠিক অভিমত কি? দয়া করে এ বিষয়টি জানবনে যিে, আমি স্বাস্থ্যগত কিছু সমস্যার কারণে এ পলিগুলো সবেন করছি এবং আমার স্বামী এ বিষয়ে পূর্ণ অবগত আছেন। কারণ হয়তো আমি এ পলিগুলো সবেন করব কিংবা আমি স্বাস্থ্যগত এ সমস্যাগুলো মোকাবেলা করব। জাযাকুমুল্লাহু খাইরা।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

নম্বিনরে শরত দুটো পূর্ণ না হলে কোন নারীর জন্ম নরিোধক পলি সবেন করা উচিত নয়।

১। এ পলি সবেন করার প্রয়োজন থাকা। যমেন- অসুস্থ হওয়া, শারীরিকভাবে দুর্বল হওয়া এবং গর্ভধারণ করলে অসুস্থতা ও দুর্বলতা আরও বৃদ্ধি পাওয়া।

২। স্বামী অনুমতি দেওয়া। কেননা স্বামীর সন্তান লাভের অধিকার আছে।

এসব সত্বেও এ পলিগুলো ব্যবহারের আগে নরিভরযোগ্য ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করা আবশ্যকীয়— নারীর স্বাস্থ্যের জন্য এ পলিগুলো কতটুকু উপযুক্ত এবং ভবিষ্যতে এর কোন ক্ষতি আছে কিনা।

এ বিষয়টি ইতিপূর্বে 21169 নং প্রশ্নোত্তরে উল্লেখ করা হয়েছে এবং সেখানে শাইখ মুহাম্মদ বনি উছাইমীনরে বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে।

দুই:

এ রক্তপাতের হুকুম ও এ অবস্থায় নামায ও রোযার হুকুম: এটা সুবাদতি যিে, এ পলিগুলো সবেন করলে মহিলাদের হায়যে বশিখলা দেখা দেয়। হায়যেরে ময়োদকাল বড়ে যায়। কখনও কখনও এগিয়ে আসে।



আলমেগণ এ মাসয়ালায় মতভেদে করছেন যে: এটা কি হয়যে; নাকি হয়যে নয়?

শাইখ উছাইমীনের মনোনীত অভিমত হচ্ছে— এ পলিগুলো সবেনের কারণে হয়যেরে ময়োদকাল যে কয়দিন বাড়বে সেটা হয়যেই হবে। তিনি বলেন:

এ পলিগুলোর কুফল হচ্ছে: এগুলো নারীর স্বভাবগত হয়যেকে বশিঙুখল করে ফলে এবং নারীকে সন্দহে ও পরেশোনীতে ফলে দেয়। অনুরূপভাবে মুফতদিরেকও সন্দহে ও পরেশোনীতে ফলে দেয়। কোননা মুফতরি জাননে না যে, এই যে রক্ত নঃসরতি হচ্ছে—এটা কি হয়যে; নাকি হয়যে নয়।

অতএব, এ নারীর স্বাভাবিক অভ্যাস যদি হয় পাঁচদিন হয়যে হওয়া এবং জন্ম নরিরোধক পলি সবেনের ফলে হয়যেরে ময়োদকাল বেড়ে যায় তাহলে এ বেড়ে যাওয়া সময়টা মূলরে অনুবর্তী হবে। অর্থাৎ এটাকে হয়যে হিসেবে গণ্য করা হবে; যতক্ষণ না এ রক্তপাত পনের দিনরে বেশী সময় অতিক্রম না করে। যদি পনের দিনরে বেশী সময় অতিক্রম করে তাহলে সেটা ইস্তহিয়া (রোগজনিত রক্তস্রাব)। তখন সে নারী তার স্বাভাবিক হয়যেরে ময়োদকে ধর্তব্য ধরবনে। তার স্বাভাবিক ময়োদকাল হচ্ছে—পাঁচদিন।[সমাপ্ত]

[ফাতাওয়া নুরুন আলাদ দারব (১/১২৩)]

স্থায়ী কমটির আলমেগণরে মনোনীত অভিমত হচ্ছে—এ অবস্থার শিকার নারী রক্তটাকে যাচাই করে দেখবনে। যদি দেখনে যে, এ রক্তে হয়যেরে রক্তরে বশেষিট্য রয়েছে তাহলে সেটা হয়যে। আর যদি সাধারণ রক্তরে বশেষিট্য হয় তাহলে সেটা রক্তপাত; হয়যে নয়।

তাদেরকে আরও জিজ্ঞেসে করা হয় যে:

বর্তমানে মহলিারা নানা রকম ক্ত্রমি জন্ম নরিরোধক উপায় গ্রহণ করে থাকে; যমেন—পলি ও কপার-টি। যে কোন ডাক্তার কপার-টি সেটে করা বা পলি দেয়ার আগে মহলিককে দুটো ট্যাবলেটে খতে দনে যাতে করে গর্ভধারণ না হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিতি হতে পারনে। এ অবস্থায় গর্ভধারণ যদি না হয়ে থাকে তাহলে রক্তপাত হওয়া আবশ্যকীয়।

প্রশ্ন হচ্ছে— কয়কে দিন ধরে নারীর এই যে রক্তপাত হয় এটার হুকুম কি হয়যেরে রক্তরে হুকুম যে, নামায, রযো ও সহবাস পরতি্যাগ করতে হবে? উল্লেখ্য, এ রক্তপাত হয়যেরে স্বভাবগত স্বাভাবিক সময়ে হয় না।

অনুরূপভাবে কপার-টি কিংবা পলি ব্যবহাররে পর কিছু কিছু মহলিদরে হয়যে আবর্তনের সিস্টমে পরবর্তন হয়ে যায়। জন্ম নরিরোধক ব্যবহার করার পর হঠাৎ করে ময়োদ বেড়ে যায়। এমনকি কোন কোন নারী মাসে মাত্র এক সপ্তাহরে বেশী পবতির থাকে না। আর বাকী তিনি সপ্তাহ লাগাতরভাবে তার রক্তপাত হতে থাকে। এ সময়ে নঃসরতি রক্ত হয়যেরে রক্তরে মতেই।



অনুরূপভাবে গর্ভধারণ না থাকা নিশ্চিতি হওয়ার জন্য যবে দুটো ট্যাবলটে খাওয়ানো হয়; পূর্ববরে প্রশ্নে যা উল্লেখ করা হয়েছে; সে সময়রে রক্তও হায়যেরে রক্তরে মতোই।

প্রশ্ন হচ্চে—এই তনি সপ্তাহব্যাপী সময়ে নারীর হুকুম কী? সটো কহায়যে? নাকি নারী জন্ম নিরোধক ব্যবহার করার আগে তার যবে অভ্যাস ছিল সটো মনে চলবনে; নাকি দশদিন হায়যে ধরবনে?

জবাবে তারা বলনে:

দুটো ট্যাবলটে খাওয়ার পরে যবে রক্তপাত শুরু হয়ছে সটো যদি হায়যেরে রক্তরে মতো হয়ে থাকে তাহলে সটো হায়যে। এ সময় মহলিারা নামায়-রোযা বর্জন করবনে। আর যদি সটো হায়যেরে রক্তরে মতো না হয় তাহলে সটো হায়যেরে রক্ত হসিবে গণ্য হবনে; যার কারণে নামায়, রোযা ও সহবাস নিষিদ্ধ হয়। কেননা এ রক্ত ট্যাবলটেরে কারণে নিঃসরতি হচ্চে।[সমাপ্ত][ফাতাওয়াল লাজনাহ আদ দায়মি (৫/৪০২)]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) থেকে আরও বর্ণনা করা হয় যবে, তাঁকে পলি খাওয়ার কারণে যবে হায়যে শুরু হয় সে সম্পর্কে জিজ্ঞেসে করা হলে তনি বলনে: নারীর কর্তব্য হল ডাক্তারকে জিজ্ঞেসে করা। ডাক্তার যদি বলনে: এটা হায়যে; তাহলে সটো হায়যে। আর যদি বলনে: এটা এই ঔষধের কারণে নিঃসরতি রস; তাহলে সটো হায়যে নয়।[ফাতাওয়া ওয়া দুরুসুল হারাম আল-মাক্কী (২/২৮৪)]

এটি উত্তম অভিমত। এর ভিত্তিতে আর কোন আপত্তি থাকে না।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।